বিষয়বস্তুঃ হিংসা

জুমাদাল ঊলা মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৬ জুমাদাল ঊলা ১৪৪৬ হিজরী, ২৯ নভেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৬১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল ঊলা মাসের ২৬ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা হিংসা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হিংসা মানুষের একটি অভ্যন্তরিক রোগ। হিংসা করা কবীরা গোনাহ। হিংসা এমন একটি গোনাহ, যা গীবতগেল্লা, মারামারি, খুনাখুনি প্রভৃতি বহু গোনা'র উৎস। হিংসা মানুষের নেক আমল সমূহকে নষ্ট করে দেয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক ! কেননা, হিংসা নেকী সমূহকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে। সুনানে আবূ দাউদের ৪৯০৩ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সর্বপ্রথম হিংসা করেছিল শয়তানঃ

আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আদমকে সম্মানসূচক সাজদাহ কর। তখন শয়তান হযরত আদম আলাহিস সালামের প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সাজদাহ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে এই হিংসার কারণে ইবলীস শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এটা হল হিংসার পরিণাম।

আল্লাহর যমীনে সর্বপ্রথম হিংসা করেছিল কাবিলঃ

আমরা জানি, আদম আলাইহিস সালামের পুত্রের নাম ছিল কাবিল। সে নিজের ভাই হাবিলের উপর হিংসা

করেছিল। হিংসার কারণ ছিল, সে যুগে মানুষের বংশ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তায়ালা মা হাওয়া'র গর্ভে একসাথে দু'টি করে সন্তান দান করতেন। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আদম আলাইহিস সালামের শরীয়তে নিয়ম ছিল, কেউ নিজের যময বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। সেখানে কাবিল নিজের যময বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কেননা, তার যময বোন ছিল খুব সুন্দরী। এদিকে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সেই মেয়ের সাথে নিজের অন্য ছেলে হাবিলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর কারণে কাবিলের মনে হাবিলের প্রতি হিংসা জন্মেছিল।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম মীমাংসার জন্য তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা দু'ভাই আল্লাহর দরবারে কুরবানী কর। যার কুরবানী কবূল হবে, সে-ই ওই সুন্দরী বোনকে বিয়ে করবে।

হাবিল একটি মোটা-তাজা দুম্বা কুরবানী দিয়েছিল। আর কাবিল পেশ করেছিল অল্প পরিমাণ খাদ্য-শস্য। সে যুগে কুরবানী কবূল হলে আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানীর জিনিসকে জ্বালিয়ে দিত। এ দ্বারা বোঝা যেত

যে, কুরবানী কবূল হয়েছে। আর আগুন এসে কুরবানীর জিনিসকে জ্বালিয়ে না দিলে বোঝা যেত যে, আল্লাহ কুরবানী কবূল করেন নি। দেখা গেল, আসমান থেকে আগুন এসে হাবিলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। আর কাবিলের কুরবানীকে আগুন স্পর্শ পর্যন্ত করল না। এ দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা হাবিলের কুরবানী কবূল করেছেন আর কাবিলের কুরবানী কবূল করেন নি। তখন কাবিল, হাবিলের প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠল এবং সে শেষ পর্যন্ত নিজের ভাই হাবিলকে হত্যা করে বসল। এ ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বপ্রথম হিংসা।

একটি জরুরী হাদীসঃ

সহীহ বুখারীর ৩৩৩৫ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম আলাইহিস আলামের প্রথম ছেলে কাবিলের উপর বর্তায়। কারণ, সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল। এটা সহীহ বুখারীর হাদীস। লক্ষ্য করুন, হিংসার পরিণাম কত

ভয়াবহ ! আর হিংসায় পড়ে মানুষ কী না করতে পারে !

হিংসা শয়তানের মস্তবড় হাতিয়ারঃ

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের যমানায় যখন মহা প্লাবনের আযাব এসেছিল, তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে ও ঈমানদার উম্মতদেরকে সাথে নিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, একজন বৃদ্ধলোক নৌকায় বসে আছে। কেউ তাকে চেনে না। তখন নূহ আলাহিস সালাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তুমি কে ? লোকটি বলেছিলঃ আমি ইবলীস শয়তান। নূহ আলাইহিস সালাম তাকে বলেছিলেনঃ তুমি আমার নৌকায় উঠলে কেন? ইবলীস বলেছিলঃ আমি আপনার সাথীদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে আমার দলে আনার জন্য এখানে এসেছি। তারা থাকবে আপনার সাথে কিন্তু তাদের মন থাকবে আমার সাথে। তখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেনঃ আল্লাহর দুশমন ! তুমি এখান থেকে বার হয়ে যাও ! তুমি তো আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত শয়তান। এ কথা শুনে ইবলীস বলেছিলঃ

হে আল্লাহর নবী ! আমি মানুষকে ৫টি জিনিস দ্বারা পথভ্রষ্ট করে থাকি। আপনার নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার আগে আপনাকে ওই ৫টি জিনিসের মধ্যে থেকে ৩টি জিনিস বলে যাচ্ছি। তবে বাদবাকি ২টি জিনিস বলব না।

তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে ওহী দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তুমি শয়তানকে বলঃ তুমি যে ৩টি জিনিস বলতে চেয়েছ, সেগুলো আমার জানার প্রয়োজন নেই। তোমাকে সেগুলি বলতে হবে না। বরং যে ২টি জিনিস তুমি বলতে চাচ্ছ না, সেই জিনিস ২টি আমাকে বল। শয়তান তখন বলেছিলঃ সেই জিনিস ২টি আমার এমন হাতিয়ার, যা আমাকে কখনো অসহযোগিতা করিনি। অর্থাৎ, সে ২টি জিনিস সবসময় আমার জন্য খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। (১) লোভ-লালসা। (২) হিংসা।

হে আল্লাহর নবী নূহ ! হিংসার কারণে আমি আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছি। এই হিংসার কারণেই, আমি আদমকে প্রলোভন দেখিয়ে জান্নাত থেকে বার করেছি। 'আয্যাওয়াজির' নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এটা অতিবাস্তব কথা যে, হিংসা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর জিনিস। হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মানুষ সবরকম গোনাহ করতে পারে। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতকে হিংসা বর্জন করতে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُواعِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

"আমার উম্মতেরা ! তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করবে না। একে অন্যের বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে না; আল্লাহর বান্দারা তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।" এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের ২৫৫৯ নম্বরে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

হিংসুক হল বিষধর সাপতুল্যঃ

ব্রাদারানে ইসলাম ! নিশ্চয় আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে পদে পদে এটা উপলব্ধি করি যে, হিংসায় পড়ে মানুষ সবকিছু করতে পারে। হিংসুক ব্যক্তি হিংসায় পড়ে ইবলীস শয়তানের মতো ষড়যন্ত্র করে মানুষকে জান্নাত থেকে মাহরূম করতে পারে। আবার আদম আলাইহিস

সালামের ছেলে কাবিলের মতো কাউকে হত্যা করতে পারে। আসলে হিংসায় পড়ে মানুষ নিজের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেল। হিংসায় পড়ে মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে হিংস্র পশু হয়ে যায়। এ জন্যই বলছিলামঃ হিংসুক হল বিষধর সাপতুল্য। যার বিষ থেকে বেঁচে থাকা অতিশয় যরুরী। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা ফালাকের শেষ আয়াতে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার দুআ করতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

তরজমাঃ (হে নবী ! আপনি বলুনঃ) আমি হিংসুকের হিংসার ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা সূরা ফালাকের পঞ্চম ও শেষ আয়াত। লাবীদ ইবনে আ'সম নামক এক হতভাগা ইয়াহূদী আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হিংসা করে তাঁকে যাদু করেছিল। আল্লাহ তায়াল সেই হিংসুক ইয়াহূদী যাদুকরের হিংসা থেকে নবীজিকে বাঁচানোর জন্য সূরা ফালাক ও সূরা না-স নাযিল করেছিলেন। সূরা ফালাকের এই শেষ আয়াত দ্বারা নবীজি আল্লাহর কাছে হিংসুকের

হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দুআ করেছিলেন। আমরাও দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিংসুকের হিংসার ছোবল থেকে হিফাযত করুন !

হিংসা বর্জনের ৩টি উপায়ঃ

ঈমানদার ভায়েরা ! আমি এ পর্যন্ত হিংসা ও এর পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার আসুন, জেনে নিই, আমরা কীভাবে এই মহাপাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি। মনে রাখবেন, মানুষ হিসাবে আমার ও আপনার মনে কারো প্রতি হিংসা সৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই হিংসা মনে পোষণ করা যাবে না। অর্থাৎ, হিংসাকে মনে জায়গা দেওয়া যাবে না এবং সেই হিংসার বশীভূত হয়ে কারো কোন ক্ষতি করা যাবে না। বরং মন থেকে হিংসা নামক ক্যান্সার দূর করতে হবে। খুব ভালো করে মনে রাখবেন, হিংসা বর্জনের ৩টি উপায় রয়েছেঃ

হিংসা বর্জনের প্রথম উপায়ঃ যখন কারো প্রতি হিংসা হবে, তখন মনে করতে হবে যে, তার এ নিয়ামত তো আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। তাহলে আমি তার উপর হিংসা করব কেন ? তার প্রতি হিংসা করা মানে, আল্লাহ তায়ালার

প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া এবং আল্লাহর ভাগ-বন্টনকে অপছন্দ করা। আর নিশ্চয় এটা কোন মু'মিনের শান নয়।

হিংসা বর্জনের দ্বিতীয় উপায়ঃ যখন মনে হিংসা আসবে, তখন নিজের ওই সমস্ত নিয়ামতগুলিকে স্মরণ করা, যা আল্লাহ তায়ালা দিয়ে রেখেছেন। যেমন, কোন মানুষের শ্বেতপাথরের সুন্দর ঘর দেখে হিংসা হলে এটা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে (উদাহরণ স্বরূপ) সুস্থতা দান করেছেন, এটা আল্লাহর কত বড় নিয়ামত !

মানুষ যখন নিজের উপর আল্লাহর নিয়ামত সমূহের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যের দিকে দেখে, তখন তার মনে হিংসা সৃষ্টি হয়। তাই মানুষের উচিৎ হল, নিজের ওই সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করা, যা আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়ে রেখেছেন। শারীরিক সুস্থতা, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান-গরীমা, যশ-খ্যাতি, এ সবই আল্লাহর মস্তবড় নিয়ামত। এসব নিয়ামতের কথা স্মরণ করলে নিশ্চয় মন থেকে হিংসা দূর হয়ে যাবে।

হিংসা বর্জনের তৃতীয় উপায়ঃ মনে হিংসা এলে এ

কথা চিন্তা করবে যে, অন্যের প্রতি হিংসা করলে আমার ক্ষতি হবে আর তার ভালো হবে। হিংসা করলে আমার গোনাহ হবে। আমি মানষিকভাবে কষ্ট পাব। অহেতুক আমার মন জ্বলবে। এসব হল আমার ক্ষতি। আর আমি যার উপর হিংসা করব, নিশ্চয় হিংসায় পড়ে আমি তার গীবত-গেল্লা, চুগলখোরী ও বিভিন্ন রকম শত্রুতা করব। এতে সে সাওয়াব পাবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! শেষ কথা বলছিঃ যত রকম গোনাহ আছে, সমস্ত গোনাহ এমন যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও তা দ্বারা কিছু না কিছু আনন্দ উপভোগ করা যায়। কিন্তু হিংসা এমন একটি গোনাহ, যার কারণে এক মুহূর্তের জন্যেও কোন রকম আনন্দ উপভোগ করা যায় না। বরং দেখা যায়, যার উপর হিংসা করা হয়, তার চেয়ে হিংসুক ব্যক্তি বেশি কষ্ট পায়। এটাই বাস্তব। তাই দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিংসা নামক ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী